অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

আমাদের বিয়োগের খাতার মানুষজন -নাঈম মোহায়মেন

রেহনুমা আহমেদ

নাঈম মোহায়মেন

সদরঘাটের তাণ্ডব, দশজনের মৃত্যু, পত্রিকার শিরোনাম মাত্র। অকালে ঝরে যাওয়া এতগুলো প্রাণ, কোন কারণে কী ঘটেছে বুঝে উঠতে পারছি না। বাস্তবে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, নীতিনৈতিকতা বাহিনী আগাগোড়া সবটাই বুঝে ফেলেছে। সবই অপসংস্কৃতির কারণে। নর্তকী, সেক্স, মদ, একের পর এক অভিযোগ– মুখে মুখে কেচ্ছা শুধু বাড়তেই থাকে। তরুণদের প্রতি মুরব্বিয়ানা– হাজার হোক, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজে থেকে রক্ষা করা– ধরে নেয় যে একমাত্র রাস্তা হচ্ছে সৌদি স্টাইলে 'পুণ্যতা প্রচার ও পাপ প্রতিরোধ' (ডিপার্টমেন্ট টু প্রোমোট ভার্চু অ্যান্ড প্রিভেন্ট ভাইস) নামক অধিদফতর খুলে ফেলা।

কিন্তু সদরঘাট দুর্ঘটনা সংক্র ান্ত ভিন্ন একটা খবর চোখে পড়ল। পানি থেকে তরুণ লাশ টেনে তোলার ভয়াবহ ছবির মাঝখানে ছোট্ট একটা খবর। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নির্দেশ হচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

ঘটনাত্র মে সেদিনই আরেকটা খবর আমাদের চোখে পড়ল। আদিবাসী অ্যাক্টিভিস্ট চলেশ রিচিল টর্চার-হত্যার দুর্ঘটনা অনুসন্ধান করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই এদ্দিনে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ রফিউদ্দিনের এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। আইনজীবী বন্ধুদের ফোন করলাম। কেউই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারল না। মনে হলো তিনি আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন। সেটা ভালো কি মন্দ, বুঝতে পারলাম না।

মাথায় একটা জিনিস ঘুরছে। বাঙালিরা অর্থহীন দুর্ঘটনার শিকার হলে, সরকারের পক্ষে একটা না দুটো না তিন তিনটা তদন্ত কমিটি গঠন করা সম্ভব, রাতারাতি। বিশেষ করে তারা যদি হন শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন (লঞ্চ শ্রমিক), তারা যদি হন 'বখাটে যুবক'

কিংবা তারা যদি হন অপসংস্কৃতি নামক জুজু বুড়ির শিকার।

তখন বিচার ব্যবস্থা একেবারে তেড়েফুঁড়ে আসে। ধরপাকড়, গ্রেফতার, শাস্তি প্রদান, লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া, চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের কত সব ফন্দিফিকির।

কিন্তু যদি আদিবাসীর বেলায় কোনো কিছু ঘটে– আমাদের দৃষ্টিতে যারা আধামানুষ, আধাজংলি– দেশে (এবং বিদেশে) প্রায় দেড় মাসের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ লাগে, নাগরিকদের সই-স্বাক্ষর (৬০০ জনেরও বেশি, ঢ়বঃরঃরড়হড়হষরহব.পড়স/ঈযড়ষবংজ১/ ঢ়বঃরঃরড়হ.যঃসষ) লাগে, হিউমান রাইটস ওয়াচের মতো মানবাধিকার সংগঠনের বিবৃতি লাগে, আড়ালে-আবডালে কূটনৈতিক চ্যানেলে একটু-আধটু কথাবার্তা, তারপর শেষমেশ পাওয়া যায় একটি এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। আবার কি জানি, ফারুক সোবহান যেহেতু শুভেচ্ছা বিনিময় সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন, হতে পারে সে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ঘোষণা। শক্তিশালী মহল যেখানে জড়িত, সেখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কতটুকু সুবিধা করতে পারবেন, তা স্পষ্ট নয়। আর যদি ন্যায়বিচার প্রদান করাই লক্ষ্য হয়, তাহলে কেনই-বা থানা এখনো রিচিল পরিবারের অভিযোগ গ্রহণ করছে না? বললাম না, মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরছে।

অনেক কমিটি দেখলাম। অনেক সময় কমিটি গঠন করা হয় সমালোচনা এড়ানোর জন্য। হয়তো এ কমিটি আবিষ্কার করবে যে চলেশ রিচিল দৌড়াচ্ছিলেন বা আবিষ্কার করবে তিনি উপরতলা থেকে পড়ে যান। পড়ার সময় কোনো এক উপায়ে তার চোখ আর অণ্ডকোষ ধ্বংস হয়ে যায়, আঙুলগুলো ভেঙে যায়, তার সারা শরীর জখমে ভরে যায়। ক্ষমতা ভর করে স্বল্প মেয়াদের স্মৃতিশক্তির ওপর। আমরা ভুলে যাব। আমরা ভুলে যাই। এটাই স্বাভাবিক, জীবন তো আর থেমে থাকে না। আবার চলতে শুরু করে। সরকারের দূরদৃষ্টি কম। তারা ভাবে নিপীড়ককে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে আপনজনাকে আড়াল করা, তাকে বাঁচানো বেশি জরুরি।

কিন্তু কেনইবা ভাবব এই সরকারের দোষ শুধুই এই সরকারের দোষ? গলদ তো ইতিহাসের গোড়ায়, গলদ তো আমাদের মধ্যে। পাকিস্তানিরা যখন তাদের গড়া 'আত্মপরিচিতি' আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় তখন শেখ মুজিব এর বিরোধিতা করেন। তিনি ভাষা ধ্বংসের পাঁয়তারার বিরোধিতা করেন। স্বায়ত্তশাসন না দেওয়ার

বিরোধিতা করেন। আর এতসবের পর, সেই একই মানুষ, স্বাধীনতার দু'বছর পর কি-না পাহাড়িদের বললেন, 'নিজেদের জাতিসত্তা ভুলে যাও, তোমরা বাঙালি হয়ে যাও।' সে জমানার সুশীল সমাজ, যারা আর সব ব্যাপারে সোচ্চার তারা মেনে নিলেন। তারা চুপ ছিলেন (এখনো আছেন)।

শেখ সাহেবের বাঙালি গরিমাকে একটা সামরিক রূপ দেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ থেকে শুরু হয়, তারপর এইচএম এরশাদ, আর তারও পর...। এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগ আমলে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (১৯৯৭)। কিন্তু চুক্তির বেশিরভাগ ওয়াদা সরকার পূরণ করেনি। পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসেনি। বরং সরকার মৌলভীবাজারে, মধুপুরে ইকোপার্ক তৈরির ধান্ধায় নামে। পাহাড়ের আগুন এ দেশের অন্য আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবেই চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আর বাকি বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন কয়েক দশক ধরে হারাম করে দেওয়ার পর, আমরা যখন আবিষ্কার করি তাদের হাতে বন্দুক, তখন আমরা বলি, ওমা, ওদের আবার কী হলো? কেন, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি? আমরা কি তোমাদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখিনি? তোমরা না সহজ-সরল? তোমরা না শান্তিপ্রিয়? আমাদের জাতীয় জীবনে তোমরা আনো রঙের ছোঁয়া। ব্যস এটুকুই। কিন্তু তাই বলে তোমরা তো আর আমাদের সমান না। প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, এগুলো তোমাদের জন্য না।

যত যা-ই বলো, বাংলাদেশ হচ্ছে বাঙালিদের জন্য। পাহাড়ি আর আদিবাসীরা শোনো, তোমাদের যদি পছন্দ না হয় তাহলে দেখো, আজকাল তো বাসে করে ভারতে যাওয়া যায়, আল্লাহ হাফেজ। ইনসাফ, অধিকার– এগুলো বড় বড় শব্দ, এগুলো আমাদের জন্য। তোমরা ছোট মানুষ, এগুলো তোমাদের জন্য না।

যতদিন পর্যন্ত না জাতীয় বর্ণবাদিতা ভেঙে চুরমার হবে, ততদিন এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি, তাও অনেক দেরিতে, লোক দেখানো আয়োজন, এসব চলবে। আমরা মনিব, মনিবই থাকব। আর তোমরা? তোমাদের হয় জানে মেরে ফেলব বা গ্রেফতার করব বা টর্চার করব, প্রান্তিক করব বা বেকার বা গরিব করে রাখব।

তোমরা থাকবে বিয়োগের খাতায় ...।

হ লেখকদ্বয় : যথাত্র মে গবেষক ও সাংবাদিক

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft